পদ্মফুলের পরিবর্তে ঘাসফুল ফোটাতে মরিয়া তৃণমূল

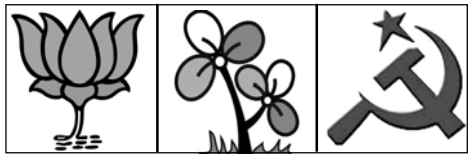

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে পঞ্চায়েতের ক্ষমতায় ভারতীয় জনতা পার্টি। পূর্ব বর্ধমান জেলায় দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের অধীন কালেকাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতটি। তাই এবারের নির্বাচনে পদ্মফুলের পরিবর্তে ঘাসফুল ফোটাতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। তবে হাল ছাড়তে নারাজ ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা-নেত্রীরা। তৃণমূলের সন্ত্রাসের কাছে মাথা নোয়াননি কোনো কর্মীসমর্থক। শাসকদলের সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে ২৫টি আসনেই প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দিয়েছে গেরুয়া শিবির অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি। তাই ভোটের ময়দান জমে উঠেছে। পঞ্চায়েতে ত্রিমুখী লড়াই। অন্যদিকে, শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা কোমর বেঁধে নেমে পড়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টির ক্ষমতায় থাকা পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে আনতে হবে এরকম অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েই ভোটে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কর্মীসমর্থকরা। অন্যদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টির স্থানীয় নেতা জন্মেজয় মাহাতো বলেন, মানুষ চায় বিপদে-আপদে কেউ না কেউ পাশে থাকুক। দীর্ঘদিন ধরেই আমরা এলাকার উন্নয়ণ যেমন করে যাচ্ছি তেমনি মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছি। জয়ের জন্য আমরা চিন্তিত নই, ধমক, প্রাণনাশের হুমকি যাই আসুক উন্নয়ণ, শান্তি আর মানুষের পাশে থাকার জন্য আমাদের লড়াই আমরা চালিয়েই যাব। জেলার ব্যতিক্রমী গ্রাম পঞ্চায়েত কালেকাতলা ১ গ্রামপঞ্চায়েতটি। তাই ব্যতিক্রমী এই গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করতে মরিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের শিবির। এলাকার উন্নয়ণের খতিয়ান তুলে ধরে জয়ের হ্যাটট্রিক করার লক্ষ্য নিয়ে দেওয়াল লিখন ও প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীরা। সেই অর্থে ব্যাকফুটে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা। অন্যদিকে, শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা বলছেন, পরিবর্তনের কথা। ঘাসফুলের বাড়বাড়ন্ত সারা রাজ্য জুড়ে। এখানে কেন পদ্মফুল থাকবে তাই পরিবর্তন ঘটাতে হবে ঘাসফুল এই শ্লোগানে ময়দান জমে উঠেছে। জানা গিয়েছে যে, ১৯৯৩ সাল থেকে এই পঞ্চায়েতে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি। আসন সংখ্যা ২১টি। গত নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি পেয়েছিল ১১টি আসন। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৪টি আসন। সিপিআইএম প্রার্থীরা পেয়েছিল ৬টি আসন। এই সময়ে সিপিআইএমকে হারিয়ে পঞ্চায়েত দখল করেছিল গেরুয়া শিবির। জেলা পরিষদের বিদায়ী সদস্য ও তৃণমূল নেতা বিপুল দাস জানিয়েছেন যে, এই পঞ্চায়েতের ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে স্বজনপোষণ নিয়ে এলাকার মানুষ বারবার সরব হয়েছেন। রাস্তাঘাট, পানীয়জল, সবুজসাথী, কন্যাশ্রী, খাদ্যসাথী-সহ মুখ্যমন্ত্রীর নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। সরকারের উন্নয়ণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন এলাকার মানুষ তাই আমরা পরিবর্তনের ডাক দিয়েছি পদ্মফুলের পরিবর্তে ঘাসফুল আনার আহ্বান জানিয়েছি এবং সেই সাথে উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই আমরা ভোটে জিতবো এরকমটাই আশা করছি। এলাকার সিপিএম নেতা তথা বিধায়ক প্রদীপ সাহা জানিয়েছেন যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টকারী ভারতীয় জনতা পার্টিকে মানুষ এবার প্রত্যাখ্যান করবে। আমরা পরিবর্তনের ডাক দিয়েছি। তৃণমূল ভারতীয় জনতা পার্টি নয় ক্ষমতাসীন হবে সিপিআইএম দলের প্রার্থীদের জয় লাভের মধ্যে দিয়ে বোর্ড গঠন করবে সিপিআইএম। একসময়ের বামদুর্গ আজ স্বমহিমায় আবার আশিন হবে এমনটাই আশাবাদী বিধায়ক প্রদীপ সাহা। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, পদ্মফুলের পরিবর্তে এবার ওই পঞ্চায়েতে ঘাসফুল ফুটবেই।

ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে মৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ সোমবার সকালে সারা রাজ্যের সাথে নদীয়া জেলাতেও ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি হয়। ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে তিন ব্যক্তির। জানা গিয়েছে যে, করিমপুর অঞ্চলে মাঠের কাজ সেরে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে আনারুল শেখের। অন্যদিকে, পলাশিপাড়া থানার অন্তর্গত হাঁসপুকুর গ্রামে একই কারণে মৃত্যু হয়েছে বরুণ বিশ্বাসের। অন্যদিকে, নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্প এলাকায় ঝড়ের সময় অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে যে, মৃত ব্যক্তির নাম রাধেশ্যাম দাস (৬৮)। বাড়ি কুপার্স ক্যাম্পের ২ নং ওয়ার্ডে। জানা গিয়েছে যে, তিনি নিজেই রান্না করছিলেন, সেই সময় হঠাৎ করে ঝড় হওয়ায় অগ্নিদগ্ধ হন রাধেশ্যাম দাস। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে জানায়। এই ঘটনায় বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। সেদিনকার সকালের ঝড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে পাকাধানের, সেই সাথে কাঁচা শাকসবজি খেতেরও। মাথায় হাত চাষিদের। বর্ধমান জেলাতেও ঝড়বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। কাটোয়া, পূর্বস্থলী, কালনা, মন্তেশ্বর, মেমারিতে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে সবজি ফসলের। পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের আমের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এই ঝড়বৃষ্টিতে। যে সমস্ত মালিক বহু আমবাগান লিজ নিয়েছিলেন তাঁদের বাগানগুলিতে ঝড়ে আম পড়ে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হলেন বলে জানা গিয়েছে।

গলসির তৃণমূল নেতার সহযোগিতায় উদ্ধার হল দিল্লির নিখোঁজ ছাত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ সোমবার পানাগড় রেলপুলিশ দিল্লি থেকে নিখোঁজ এক ছাত্রকে তার অভিভাবকের হাতে তুলে দিল। নিজেদের সন্তানকে ফিরে পেয়ে খুশি ২৩ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ থাকা দিল্লির ছাত্রের অভিভাবকেরা। দিল্লি থেকে নিখোঁজ ছাত্রের উদ্ধার সম্ভব হয়েছে গলসির এক যুব তৃণমূল নেতা তথা রেলকর্মীর তৎপরতায়। গলসির যুব তৃণমূল নেতা নজরুল মিদ্দা খানো জংশনে কর্মরত ছিলেন রবিবার। খানো জংশনের চন্ডিতলা কেবিনে ডিউটি করছিলেন তিনি। সেই সময় নজরুল মিদ্দার নজরে আসে একটি কিশোর রেললাইন ধরে হাঁটছে। সেই রেললাইনেই একটি মালগাড়ি ছিল। নজরুল মিদ্দার সন্দেহ হয় কিশোরের আচরণে। সাথে সাথেই কিশোরটিকে রেললাইন থেকে টেনে নিয়ে এসে কেবিনে বসান। দুদিন অভুক্ত রয়েছে বলে কিশোরটি জানায়। নজরুল মিদ্দা নিজের খরচে খাইয়ে চাঙ্গা করেন কিশোরটিকে। এরপর তার নাম এবং ঠিকানা জেনে তার বাড়িতে ফোন করেন নজরুল। পরে রেলপুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনা জানান নজরুলবাবু। পানাগড় থেকে বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ লোকাল ট্রেনে করে রেলপুলিশ পানাগড়ে নিয়ে আসে। এরপর রেলপুলিশ থেকে কিশোরের বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে সোমবার অভিভাবকেরা এসে তাকে নিয়ে যান। পানাগড় রেলপুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধাংশু কুন্দ্রা নবম শ্রেণির ছাত্র। পরীক্ষায় ফল খারাপ হতে পারে এই আশঙ্কায় সে বেশ কয়েকদিন মানসিকভাবে অবসাদগ্রস্ত ছিল। অভিভাবকেরা তাকে খারাপ ফলের জন্য শাসন করতে পারে এই ভয়ে ২৩ এপ্রিল সে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ে। পরে দিল্লি থেকে একটি ট্রেন ধরে। কিন্তু তার জানা ছিল না ট্রেনের গন্তব্য। সে খানো জংশনে নেমে পড়ে হাঁটতে থাকে রেললাইন ধরে। সেই সময় নজরুল তাকে উদ্ধার করে কেবিনে নিয়েএসে রেলপুলিশের হাতে তুলে দেন।

আদ্রাহাটিতে গোঁজের সাথে তৃণমূল প্রার্থীর লড়াই

মহুয়া ঘোষাল, গলসি ঃ গলসি ২নং ব্লকের আদ্রাহাটি পঞ্চায়েতের ভারিচা গ্রাম থেকে তৃণমূল শুরু করলো প্রচার। গোঁজের সাথে দলের প্রতীক প্রাপ্ত প্রার্থীদের লড়াই আদ্রাহাটি পঞ্চায়েতে। এই পঞ্চায়েতে সিপিএম-বিজেপি প্রার্থী না থাকায় শুধু প্রতীকপ্রাপ্ত তৃণমূল প্রার্থীর সাথে গোঁজ তৃণমূলের লড়াই। আপাতত ব্লক নেতারা সোমবার এলাকার সমস্ত প্রতীকপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার শুরু করে। আদ্রাহাটি অঞ্চলে ১১টি আসনের মধ্যে চারটি আসন বিনা ভোটের লড়াইয়ে শাসকদলের দখলে চলে এসেছে। পঞ্চায়েত সমিতির তিনটি আসনও তাদের মুঠিতে রয়েছে। সাতটি আসনে ভোটের লড়াই হবে। চারটি আসনে বিরোধীরা তাদের প্রার্থী দেয়নি বলে বিনা নির্বাচনেই দখলে এসেছে তৃণমূলের হাতে। দলের সূত্রে খবর, এক যুব তৃণমূল নেতার মদতে গোঁজ প্রার্থী দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, সিপিএম এবং বিজেপির কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে দলের বিরুদ্ধে গোঁজ প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন এই যুব তৃণমূল নেতা। দলের বিরুদ্ধে গিয়ে এভাবে দলের প্রার্থীদের হারানোর চেষ্টাকে খুব একটা ভালো নজরে দেখছেন না জেলার বেশ কিছু প্রভাবশালী নেতা। এর ফলে এই ব্লকে দলের পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে জমছে অসন্তোষ বলে অভিযোগ উঠছে দলের ভিতরেই। দলের নীচুতলার কর্মীদের অভিযোগ, ব্লকের নেতাদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বিরোধীরা সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। গলসি ১নং ব্লকের যুবনেতা শৈলেন হালদার বলেন, তাঁরা দলের প্রতীকপ্রাপ্ত প্রার্থীদের নিয়ে প্রচার শুরু করেছেন। তিনি বলেন, এই পঞ্চায়েতে এলাকার সমস্ত বিষয় জেলার উর্ধতন নেতাদের জানানো হয়েছে। এই যুব নেতা অবশ্য বলছেন দলের প্রতীকপ্রাপ্ত প্রার্থীরা সব আসনেই জিতবেন। যদিও পূর্ববর্ধমান জেলার কাণ্ডারিরা নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেসব গোঁজ প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন নি তাঁরা লিফলেট বিলি করে প্রচার করবেন যে, তাঁরা ভোটযুদ্ধ থেকে সরে গিয়েছেন এবং তাঁরা দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচার শুরু করবেন। এখন দেখার বিষয় আদ্রাহাটি পঞ্চায়েতের গোঁজ প্রার্থীরা দলের নির্দেশ মেনে চলেন কিনা। নাকি দলের বিরুদ্ধে গিয়ে ভোট প্রচারে নামবেন তা সময় বলবে।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নবদ্বীপ ঃ সোমবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ ডাউন ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। কাটোয়া জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে যে, মৃত যুবকের পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ঘটনাটি ঘটেছে নবদ্বীপ শহরের বেদড়াপাড়া রেলগেটের কাছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন যে, ঐ যুবকটি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল। এই এলাকায় ঘোরাফেরা করত ওই যুবক। এদিন সকালবেলাও রেলগেটের কাছাকাছি ঘুরতে দেখা গেছে। কাটোয়া ব্যান্ডেল ডাউন লোকাল ট্রেনটি দ্রুতগতিতে ছুটে আসায় যুবকটি রেললাইন পার হতে গিয়ে ধাক্কা লাগে। ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে ওই যুবক। মাথায় প্রচন্ড আঘাতের কারণেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। তবে কাটোয়ার জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে যে, যুবকের পরিচয় জানতে সমস্ত এলাকায় বার্তা পাঠানো হয়েছে।

কালবৈশাখীতে ক্ষতিগ্রস্ত আম ও ধান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি ঃ সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ থাকলেও আচমকা বৃষ্টি আর ঝড়ে এতক্ষতি হয়ে যাবে আম ও ধানের তা বুঝতে পারেন নি গলসির কৃষকেরা। তবে এই জল সবজি চাষিদের স্বস্তি দিয়েছে। গলসির বেশ কিছু এলাকায় কালবৈশাখীর ঝড়ে বোরো ধানের ক্ষতি হয়েছে বলে চাষিদের অভিযোগ। ঝড়ের সাথে সাথে প্রচন্ড বৃষ্টিপাত শুরু হয়। চাষিদের কথায়, ঝড় এবং এই অকাল বৃষ্টিতে বোরো ধানের ক্ষতি হয়েছে ব্যাপকভাবে। গলসি ২নং ব্লকের বেশ কিছু এলাকায় ধানগাছ জমিতে শুয়ে পড়ায় চরম ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষিরা। এদিকে প্রচন্ড ঝড়ে এলাকার বেশ কিছু আমগাছ উপড়ে পড়ে গিয়েছে। প্রচন্ড ঝড়ে আম পড়ে গিয়েছে বলে বেশ কিছু আমচাষির অভিযোগ। এবছরে আমের ফলন ভালো হয়েছে বলে এলাকার বেশ কিছু আম চাষি জানাচ্ছেন। কিন্তু বেশ কয়েকবার কালবৈশাখীর ঝড়ে ক্ষতির মুখে পড়েছে আমচাষ। আমচাষে এবার লাভের আশা করেছিলেন চাষিরা। কিন্তু কালবৈশাখী সে গুড়ে বালি দিয়েছে বলে জানান আমচাষিরা। চাষিদের বোরো ধানে ক্ষতির অভিযোগ থাকলেও সবজি চাষিরা খুশি এই বৃষ্টিতে। বৈশাখের সেই তীব্র দাবদাহ না থাকায় এবং মাঝেই মাঝেই বৃষ্টি হতে থাকায় সবজি গাছে পাম্প করে জল তুলে সেচ করতে হচ্ছে না বলে জানাচ্ছেন চাষিরা। সবজি চাষিদের কথায়, এতে খরচ কম হচ্ছে, ফলে তাঁরা দুপয়সা লাভের মুখ দেখতে পাচ্ছেন। যদিও সরকারিভাবে প্রশাসন বোরো ধানে ক্ষতির কথা মানতে নারাজ। গলসি ২নং ব্লক কৃষি আধিকারিক সরোজ ঘোষ বলেন, এই ধরণের কালবৈশাখী স্বাভাবিক এতে ধানগাছের খুব একটা ক্ষতি হয় না। এই আধিকারিক জানান, এবছর এখনও পর্যন্ত বোরোধানে ঝড় জলের জন্য কোন ক্ষতি হয়নি।

পুজো দিয়ে প্রচার শুরু তৃণমূলের

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ সোমবার আসানসোলের ঘাঁঘড়বুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে নিজেদের প্রচার শুরু করলেন পান্ডবেশ্বরের একঝাঁক তৃণমূল কংগ্রস প্রার্থী। এদিন সকালে ঘাঁঘরবুড়ি মন্দিরে আসানসোলের মেয়র তথা পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারির নেতৃত্বে পুজো দিলেন পান্ডবেশ্বর ও লাউদোহা ব্লকের সমস্ত তৃণমূল প্রার্থী ও কর্মীরা। এদিন মেয়র তথা পান্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি বলেন, আমরা সোমবার সমস্ত প্রার্থীদের নিয়ে মন্দিরে পুজো দিলাম। সকলের জন্য মঙ্গল কামনা করা হয়েছে। এর আগেও পুরসভা নির্বাচনে ও বিধানসভা নির্বাচনে ঘাঁঘরবুড়ি মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেছিলেন মেয়র তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারি। মা ঘাঁঘরবুড়ির আশীর্বাদও পেয়েছেন। মাঝেমধ্যেই সময় করে মন্দিরে গিয়ে পুজোর্চনা করেন তিনি। সোমবারের এই পুজোর্চনায় প্রার্থীদের সাথে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নরেন চক্রবর্তী।

পূর্বস্থলী রেল বাজারে আগুনে ভস্মিভূত পাঁচটি দোকান

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী ঃ সোমবার বিকাল নাগাদ পূর্বস্থলী রেলবাজারে আগুনে ভস্মিভূত হয়ে গেল পাঁচটি দোকান। আগুন নেভাতে দুটি দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। বিকাল পাঁচটা নাগাদ আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। আগুন ধরার কারণ হিসাবে জানা গিয়েছে যে, চায়ের দোকানের গ্যাস সিলিন্ডার থেকে আগুন ধরার ঘটনা ঘটতে পারে অথবা শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে বলেই দমকলের পুলিশ প্রাথমিক অনুমান করেছে। আগুনে পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে নিত্যঞ্জন রাজবংশীর মাছের দোকান, সুব্রত মাঝির হার্ডওয়্যারের দোকান, কান্তি দের চায়ের দোকান, জয়দেব রাজবংশীর দোকান। ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকা বলে জানা গিয়েছে। পূর্বস্থলী রেলস্টেশন সংলগ্ন রেলবাজারে এই ধরণের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। দোকানগুলো খুব ঘিঞ্জি বসতির মধ্যেই অবস্থিত। তাই আগুন ধরার ঘটনার সময় ব্যবসায়ীদের দোকানের পাশাপাশি ছিল অসংখ্য বাড়ি। আগুনের ধোঁয়া দেখে ওইসব বাড়ির পরিজনেরাও বেরিয়ে পড়েন এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। পূর্বস্থলী থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ দাস জানিয়েছেন যে, আগুন নিভাতে স্থানীয় বাসিন্দারাও হাত লাগান। তবে প্রকৃতপক্ষে কিভাবে আগুন লেগেছে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না বলে তিনি জানিয়েছেন। এই ধরণের আগুন ধরার ঘটনা রেলবাজারের মত ঘিঞ্জি ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা চাপা আতঙ্ক লক্ষণীয়। ব্যবসায়ীদের দোকানে অগ্নিনির্বাপক কোনো ব্যবস্থা না থাকার কারণেই এই ধরণের ঘটনা আরো মারাত্মক হতে পারে।

তৃণমূল কর্মীদের ওপর হামলার অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল ঃ আসানসোলের রানিগঞ্জের বাঁশড়াতে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ সিপিএমের বিরুদ্ধে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে তৃণমূলের দুই কর্মী মাঠের মধ্যে নির্বাচনী মিটিং করছিলেন। সে সময় তাঁদের উপর চড়াও হয়ে সিপিএমের দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় মধু ঘোষ ও সমর বাউরি নামে দুজন আহত হন বলে অভিযোগ। ঘটনার পরে দুই কর্মীকে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। অপরদিকে হামলার ঘটনা অস্বীকার করে সিপিএমের পক্ষ থেকে বলা হয় এটা ওদের নিজেদের মধ্যে গন্ডগোল। ঘটনার সাথে আমাদের কোন কর্মী যুক্ত নেই। সোমবার সকালে হাসপাতালে আহত তৃণমূল কর্মীদের দেখতে যান বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অভিমানে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ঃ স্বামীর সঙ্গে বচসার জেরে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত গৃহবধূর নাম সুভদ্রা মন্ডল (৪৬) বাড়ি পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুর আটপাড়া গ্রামে। আরও জানা গিয়েছে যে, রবিবার রাতে অমরলাল মন্ডলের সঙ্গে বাড়িতে পেঁপে গাছ কাটা নিয়ে অশান্তি বাঁধে। অশান্তির জেরে স্বামী অমরলাল মন্ডল বাড়ির সমস্ত পেঁপে গাছ কেটে দেয়। পেঁপে গাছ কেটে দেওয়ায় অভিমানে কীটনাশক খান ওই গৃহবধূ। রবিবার রাতেই অসুস্থ গৃহবধূকে নবদ্বীপ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার রাতেই মারা যান ওই মহিলা। সোমবার মৃতদেহটি নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শক্তিনগর হাসপাতালে ময়নাতদন্ত হয়েছে। এই মৃত্যুতে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

ডাঃ অশোক কুমার নন্দী
MBBS, MD, FIAMS
Regd. No.- 54156 (WBMC)
:: রোগী দেখছেন ::
স্পন্দন হেলথ্ পয়েন্ট-এ
লিংক রোড, আরামবাগ, হুগলি
সময়- সকাল ১০.৩০ মি. থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত।
যোগাযোগ ঃ 9732228783, 9775034533

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222